মেহেরপুরে বজ্রপাতে দুই জনের মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার দফরপুর ও সোনাপুর গ্রামে পৃথক দুটি স্থানে বজ্রপাতের ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যার আগে আকষ্মিক বজ্রপাতের ঘটনায় তাদের দুজনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও একজন। নিহতরা হলেন দফরপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রশিদের ছেলে রাফিজ (২৩) এবং সোনাপুর গ্রামের আব্দুর রশিদ। আহত হয়েছেন সোনাপুর গ্রামের আব্দুল মান্নান। তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার সন্ধ্যার আগে আকষ্মিক বৃষ্টি শুরু হয় মেহেরপুরের কিছু গ্রামে। এসময় বৃষ্টির সাথে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। সদর উপজেলার দফরপুর গ্রামের রাফিজ কবুতর পোষেন। মাঠে যান কবুতরের খোজে। সন্ধ্যার পর তার দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

অপরদিকে, একই উপজেলার সোনাপুর গ্রামের মাঠে কৃষিকাজ করছিলেন আব্দুর রশিদ ও আব্দুল মান্নান। এসময় আকষ্মিক বৃষ্টি ও বজ্রপাতের আঘাতে আব্দুর রশিদের মৃত্যু হয় এবং আব্দুল মান্নান আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মো: আমানুল্লাহ আল বারী বজ্রপাতে পৃথক দুটি স্থানে দুজন নিহত এবং একজন আহত হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মুজিবনগরে অস্ত্রসহ সাবেক ইউপি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(৩৫), ভবানীপুর গ্রামের উকিল শেখের ছেলে মোঃ সন্তোষ (৩২) ও শিবপুর গ্রামের আইর উদ্দিনের ছেলে রিপন (২৭)।

এসময় তাদের কাছ থেকে পাঁচটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ৩ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ৩ টি গাঁজা খাওয়ার কল্কি জব্দ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) দিবাগত মধ্যরাতে যৌথবাহিনির একটি টিম শিবপুর গ্রামের কুশকরালী মাঠে অনলাইন জুয়াড়ি লিপুর বাগান বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথবাহিনীর একটি দল ওই বাগান বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে চার ব্যক্তি আটক হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে পাঁচটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ৩ বোতল ফেনসিডিল ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ৩ টি গাঁজা খাওয়ার কল্কি জব্দ করা হয়েছে। তবে, তাদের মোবাইল ফোন চেক করে অনলাইন জুয়ার তথ্য মেলেনি। আটকদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

“হিন্দু মুসলিম এক সাথে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, দু’শো বছরের ইতিহাস স্বাক্ষী দেয় বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম এক সাথে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন।

সনাতন সম্প্রদায়ের কাছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের পক্ষে শারদীয় শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন এবং নির্বিঘ্নে শারদীয় উৎসব পালনের আহ্বান জানান।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, এদেশে হিন্দু মুসলমান এক সাথে সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন। পুজা উৎযাপন উপলক্ষে হিন্দু মুসলিমদের বন্ধন সব সময় অটুট থাকে। শারদীয় দুর্গোৎসব পালনে কেউ কোনো বাঁধা দিলে বিএনপির সকল নেতাকর্মীরা সেটা প্রতিহত করা হবে। পুজা বিসর্জন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলা ১৭টি মণ্ডপে বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব চলছে। শারদীয় দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে পালনে পুলিশ ও আনসার-ভিডিপি সদস্যের পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও বিজিবির টহল রয়েছে। এছাড়া সাদা পোষাকে গোয়েন্দাদের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে সোনাতলার ১৭টি মন্ডপে যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলের হেল্পডেক্সসহ রয়েছে বিএনপির নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের পূজামন্ডপ পরিদর্শন

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে শারদীয় দুর্গা উৎসব-২০২৪ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন পূজা মন্দির পরিদর্শন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) বিকেলের দিকে পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম জেলার বিভিন্ন পূজা মন্দিরের শারদীয় দুর্গা উৎসব পরিদর্শন করেন।

পূজামন্ডপ পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম সকলকে শারদীয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও উৎসবমুখর পরিবেশে সকলকে পূজা উদযাপনের জন্য আহবান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারীসহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এবং পূজা উদযাপন কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে হারানো ৭১ টি মোবাইল উদ্ধার করে দিলো পুলিশ

মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ৭১ টি মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিলো পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) বেলা ১২টার দিকে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সভাকক্ষে মালিকদের হাতে মোবাইল তুলে দেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জানায়, জেলার তিন থানায় করা সাধারণ ডায়েরির ভিত্তিতে মোবাইলগুলো উদ্ধার করা হয়। পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের সহযোগিতায় উদ্ধার করা মোবাইলগুলো আসল মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারানো মোবাইলগুলোর মধ্যে সদর থানার ১৭টি, গাংনী থানার ৩১টি এবং মুজিবনগর থানার ২৩টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়।
এ সময় তিনি সকলে আরো সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, ইন্সপেক্টর বাদল, সদর ট্রাফিক টিআই ইসমাইল হোসেন, সাব ইন্সপেক্টর মনিরুজ্জামান মিলন, কনস্টেবল তাহের, মোঃ আব্দুল জাব্বার সহ পুলিশ কর্মকর্তারা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

যুবলীগ নেতা জেমস স্বপন মল্লিক বাবু কারাগারে

ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন ১৯ জুলাই কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ইকরাম হোসেন কাউসার ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থী ওমর ফারুক হত্যা মামলায় জেমস স্বপন মল্লিক বাবুকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল বুধবার রাজধানীর চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আসামী জেমস স্বপন মল্লিক বাবু কিডনি প্রতিস্থাপনের রোগী হওয়ায় তাকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য জেল সুপারকে নির্দেশ দেন। জেমস স্বপন মল্লিক বাবু মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের ব্রজেন মল্লিকের ছেলে। তিনি কেন্দ্রীয় যুবলীগ সদস্য। এর আগে গত সোমবার সুত্রাপুর থানা পুলিশের একটি টিম সদও ঘাট এলাকা থেকে জেমস স্বপন মল্লিককে আটক করে।

গত ২০ আগস্ট নাসরিন খাতুন নামের এক নারী বাদী হয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ আওয়ামী লীগ নেতা ও পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তাসহ ১৩ জনকে নামিয় এবং অজ্ঞাত ২৫০ জনকে আসামী করে সুত্রাপুর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় জেমস স্বপন মল্লিক বাবুকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে হাজির করে পুলিশ।

এদিকে, বাবাকে নির্দোষ দাবী করে জেমস স্বপন মল্লিক বাবুর দুই শিশুকন্যা সোশ্যাল মিডিয়ায় মুক্তির দাবি জানিয়েছে সরকারের কাছে। তাদেও দাবীর সাথে অনেকের সহমত প্রকাশ করে মুক্তি চেয়েছেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামীদের প্রত্যক্ষ মদদে ও পরিকল্পনায় পিওএম-এ হতে নিযুক্ত পুলিশ সদস্যরা ও আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্চাসেবক লীগ, মহিলা লীগ ও তাহাদের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা আন্দোলনকারীদের উপর অতর্কিতভাবে ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র, চাপাতি, দা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়া আক্রমণ শুরু করিলে ঘটনাস্থলে পথচারী ও সাধারণ লোকজন হতভম্ব হইয়া দিগি¦দিক

দৌড়াইতে থাকে এবং হামলাকারীরা ঐসময় এলোপাথারী গুলি করিতে থাকিলে অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়, অনেকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত জখমপ্রাপ্ত হইয়া আহত হয়। উক্ত সময় হামলাকারীদের গুলিতে কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ইকরাম হোসেন কাউসার মাথায় গুলিবিদ্ধ হইয়া ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে এবং ওমর ফারুক শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারী কলেজের শিক্ষার্থী বুকের ডান পাশে গুলিবিদ্ধ হয় এবং তাহাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি মারা যান।

যেহেতু ছাত্র-জনতার ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবীতে শাড়িপূর্ণ আন্দোলনে কোনরূপ উস্কানী ছাড়াই আজিতে বর্ণিত আসামীদের নির্দেশে ও মদদে অজ্ঞাতনামা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মহিলা লীগ ও তাহাদেও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী ও পিওএম-এ হতে নিযুক্ত পুলিশ সদস্যরা প্রকাশ্যে লোকারণ্য রাস্তার উপর অতর্কিতভাবে ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র, চাপাতি, দা দিয়া আক্রমণ করিয়া ও আগ্নেয়াস্ত্র যারা গুলি ফরিয়া ইকরাম হোসেন কাউসার ও ওমর ফারুককে হত্যা করিয়াছে।

মৃদুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ছোট ভাই মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ শরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত।

গত মঙ্গলবার মেহেরপুরের সাব জজ-২ আদালতের বিচারক এস এম কবির হোসেন এ আদেশ দেন। এবং এর আগে আদালত তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠণ করেন। আগামী ২৮ নভেম্বর সাক্ষীর শুনানি ধার্য করা হয়েছে।

গত বছর সরফরাজ হোসেন মৃদুলের ব্যবসায়ীক পার্টনাল দেবাশীষ বাগচি আদালতে এক কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনারের একটি মামলা করেন।যার মামলা নম্বর-৯০৭/২৩ (মেহেরপুর)।

মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে পাওনা টাকা ও ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু।

মেহেরপুরে জাতীয় তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে অবস্থান কর্মসূচি পালন

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবসা থেকে সরকারের অংশীদারিত্ব প্রত্যাহার করা হোক”এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস অবস্থান কর্মসূচি ও লিফলেট ক্যাম্পেইন।

আজ বুধবার (৯ অক্টোবর) সকাল ১১ টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অবস্থান কর্মসূচি শেষে প্রধান সড়কে গিয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এই অবস্থান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন আমঝুপি সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা নির্বাহী পরিচালক মঈন উল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী শ্মশান ঘাটপল্লী উন্নয়ন সংস্থা নির্বাহী পরিচালক আবু আবিদ, আমঝুপি এস পি এইচ আরের নির্বাহী পরিচালক মহিদুল আলম ওহিদ প্রমুখ।